যুগান্তর

তারিখ 25 AUG 2009
পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ১

ঢাবি'র জসীমউদ্‌দীন হলে ছাত্রলীগের দু'গ্রুপে সংঘর্ষ ভাংচুর : আহত ১৫

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

ছিনতাইয়ের ঘটনাকে কেন্দ্র করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের দু'গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। এতে উভয় গ্রুপের অন্তত ১৫ কর্মী আহত হয়েছে। আহতদের মধ্যে ৬ জনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সোমবার সন্ধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কবি জসীমউদ্‌দীন হলে এ ঘটনা ঘটে। হল সূত্র জানায়, সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় হল ছাত্রলীগের সভাপতি আবদুর রহমান জীবন ও সাধারণ সম্পাদক কাজী এনায়েত গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষের সময় হলের ২০৩, ২০৪, ২০৫, ২০৬, ৩২৩ নম্বর কক্ষসহ ভাংচুর হয়। সংঘর্ষের সময় পুরো হলে আতংক ছড়িয়ে পড়ে। এসময় উভয় গ্রুপ লাঠিসোঁটা, রড, হকিস্টিক নিয়ে প্রায় এক ঘণ্টা ধরে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া চালায়। দুই গ্রুপের মধ্যে ইটপাটকেল ছোড়াছুড়ির সময় ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় নেতা মনোয়ার হোসেন, সালাম (২য় বর্ষ), আফজাল (২য় বর্ষ), বিপ্লব (২য়), রিমেল (৩য় বর্ষ), জাহিদ (৩য় বর্ষ), মেহেদি, আবাদ, মিজানসহ ১৫ কর্মী আহত হয়। প্রায় ঘণ্টাব্যাপী সংঘর্ষ চলে। সংঘর্ষের সময় কয়েকটি কক্ষে লুটপাট করা হয় বলে শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করে। সংঘর্ষের খবর পেয়ে হল প্রভোস্ট অধ্যাপক আখতারুজ্জামান এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ড. কেএম সাইফুল ইসলাম খান ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। এসময় শাহবাগ থানা পুলিশ এসে হাজির হয়। এরপর হলের গেটে তালা লাগিয়ে বিভিন্ন কক্ষে তল্লাশি চালিয়ে বেশ কিছু লাঠিসোঁটা ও ক্রিকেট স্ট্যাম্প উদ্ধার করে। রাত ১১টার সময় এই রিপোর্ট লেখাকালে হলে উত্তেজনা বিরাজ করছিল। এসময় হল গেট ও ক্যাম্পাসের অন্যান্য হলের সামনে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন ছিল। সূত্র জানায়, গত ২২ আগস্ট রাতে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় এক ছিনতাইয়ের ঘটনায় হল ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক এনায়েত গ্রুপের কর্মী শরীফ জড়িত ছিল বলে অভিযোগ করে হল সভাপতি জীবন গ্রুপের কর্মীরা। এই

সংঘর্ষ : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৬

সংঘর্ষ : হলে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

ঘটনাকে কেন্দ্র করে সোমবার সন্ধ্যায় শরীফ জীবন গ্রুপের ইমরানকে মারধর করে। এরপর সভাপতি গ্রুপের কর্মীরা সাধারণ সম্পাদক গ্রুপের কর্মীদের কাছে মারধরের কারণ জানতে চায়। এ নিয়ে কথাকাটাকাটির এক পর্যায়ে দুই গ্রুপের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পরে তা সংঘর্ষে রূপ নেয়।